

দৈনিক

মানবজমিন

শনিবার ১০ই ডিসেম্বর ২০০৫

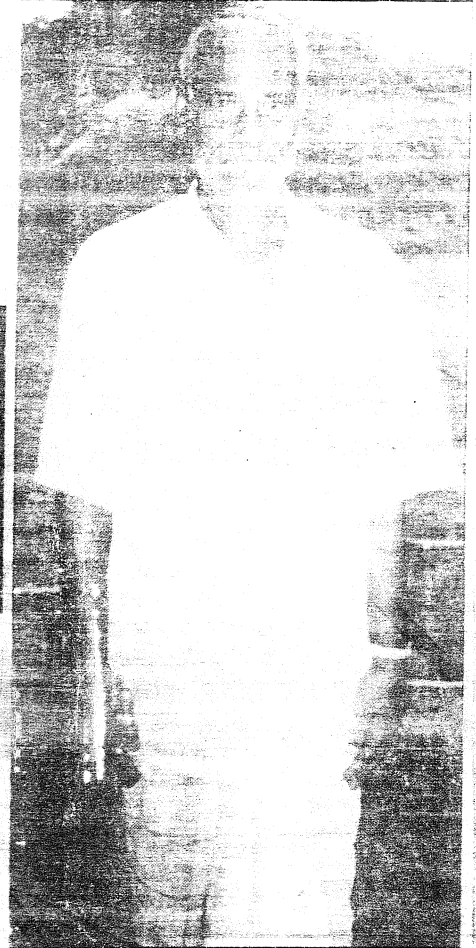
যিওর প্রতিনিধি : ১৯৭১ সালে যুদ্ধ করে যারা এ দেশটার স্বাধীন করেছেন তাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা পরেশ চন্দ্র সরকার। জীবনব্যক্তি রেখে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন তিনি। স্বাধীনতার ৩৪ বছর পর এখন পরেশ চন্দ্র সরকারের গোথেমুখে হত্যার হাণ্ড। স্বাধীনতার প্রায় শেষ প্রান্তে এসেও সংসারে অভাব-অনটন ও দারিদ্রতার যোযানল থেকে মুক্তি পেতে এ মুক্তিযোদ্ধা নিজের শরীরের একটি কিডনি বিক্রি করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাজারদেব কাছে। পরেশ চন্দ্র বলেন, পিতা হয়ে প্রতিবন্ধী সন্তান ও স্ত্রীর মুখে দু'বেলা

নেই। চার মেয়ের মধ্যে তিনজনকে অতিক্রমে খরচেনা করে দিয়ে দিলেও সেই অগণ্য টাকার সুদের রেখা এখনো তার চিন্তে আছে। ছোটদের বিয়ে হয়ে গেলেও সংসারের বড় মেয়েকে এখনো বিয়ে দিতে পেরেননি। সেরাটি মনোমুগ্ধ প্রতীবন্ধী। জানুয়ার তিন বছর পর টাইফয়েড জ্বর আক্রান্ত হয়ে বাকবদ্ধ হয়ে যায়। আর্থিক সমস্যের কারণে মেয়ের চিকিৎসাও করাতে পারেননি। যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে

কিডনি বিক্রি করে দারিদ্র্য ঘোচাতে চান মুক্তিযোদ্ধা পরেশ চন্দ্র সরকার

খাবার ভুলে দিতে পারি না। চোখের সামনে এ দশ্য দেখার চেয়ে অরণও অনেক ভাল। সংসারের দারিদ্র্য ঘোচাতে আমি একটি কিডনি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দু'চোখ কাপসা হয়ে আসে পরেশের। যিওর উপজেলার নালী ইউনিয়নের উভাজানি গ্রামে পরেশ চন্দ্র সরকারের বাড়ি। সরকারি দেখা গেছে অভাবী মুক্তিযোদ্ধার সংসারের করুণ চিত্র। দু'বেলা ঠিকমত খাবার জুটে না। পরেশ চন্দ্র সামান্য একজন স্ট্যাম্প ভেঙার পেশায় নিয়োজিত। স্ট্যাম্প কিনতে যে টাকার প্রয়োজন সেটাও তার নেই। তাই অন্যের কাছ থেকে ২/১ করে স্ট্যাম্প কিনে সেগুলো বিক্রি করে যা উপার্জন করে তা দিয়েই সংসার চালায়। কোনদিন স্ট্যাম্প বিক্রি করতে না পারায় খালি হাতেই ফিরতে হয় তাকে। সেদিন উপবাসে থাকে পুরো পরিবার। দিন অর্ধেক দিন খায় এভাবেই চলে তার সংসার। পরিবারে কোন ছেলে সন্তান

পরেশ চন্দ্র সরকার বলেন, প্রথমে মানিকগঞ্জের বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন হাফিজ চৌধুরীর অধীনে নালী বাঘ বাড়ী, ওয়া, আজমলগর, পলাশবা তরা এলাকার ট্রিনিং সিন্টে কাজ করে। পরে ভারতের কল্যাণী যুব ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে ৮ নং সেক্টরে কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জামাল উদ্দিন চৌধুরীর অধীনে ফরিদপুর, কুমারখালি, কামারদিয়া, শিবচর, কক্সপুর, তাদিরগোলাসহ বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধের অপারেশনে শরিক হন। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা যা পান সেটা দিয়ে তার সংসার চালায়। প্রতিবন্ধী বিবাহযোগ্য সন্তান ও স্ত্রীর মুখে দু'বেলা খাবারের জন্য তিনি মানুষের কাছে হাত পাততেও এখন দ্বিধা করেন না। এভাবে তার কতদিন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম



কর বেচে থাকতে হবে সেটাও তিনি জানেন না। অভাবের জ্বালা সহ্যে না পারে নিজের শরীরের কিডনি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।